أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ط)

www.motaher21.net

مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

এমন ব্যক্তি কে আছে যে মহান আল্লাহ্ কে উত্তম কর্য প্রদান করবে?

Is there anyone who will loan to Allah a beautiful loan?

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৪৫

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِیْرَةً وَ اللّٰهُ یَقْبِضُ وَ یَبْصُۜطُ ۪ وَ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ

তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে ‘করযে হাসানা’ দিতে প্রস্তুত, যাতে আল্লাহ তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দেবেন?কমাবার ক্ষমতা আল্লাহর আছে, বাড়াবারও এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

২৪৫ নং আয়াতের তাফসীর:

(قَرْضًا حَسَنًا)

‘উত্তম ঋণ’ প্রদান করার অর্থ: আল্লাহ তা ‘আলার পথে এবং জিহাদে মাল ব্যয় করা। অর্থাৎ জানের সাথে মাল কুরবানী দিতেও দ্বিধাবোধ কর না।

যারা আল্লাহ তা ‘আলার পথে ব্যয় করে তাদের সম্পদ আল্লাহ তা ‘আলা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। অন্যত্র আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ)

“যারা আল্লাহর পথে তাদের মাল খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি শস্যদানা যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে। প্রত্যেক শীষে এক শত শস্যদানা থাকে আর আল্লাহ যাকে চান তাকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রশস্তকারী, মহাজ্ঞানী।” (সূরা বাকারাহ ২:২৬১)

এটি মনে করা যাবে না যে, আল্লাহ তা ‘আলা অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন যার ফলে তিনি ঋণ চাচ্ছেন। আসলে বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহ তা ‘আলার কোন ঋণের প্রয়োজন নেই, তিনি অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ)

“তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী।” (সূরা নাহল ১৬:৯৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ)

“আল্লাহ হলেন ধনী (অমুখাপেক্ষী) আর তোমরা হচ্ছ অভাবগ্রস্ত (মুখাপেক্ষী)।” (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৮)

সুতরাং আল্লাহ তা ‘আলাকে করযে হাসানা দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহ তা ‘আলার পথে ব্যয় করা এবং আল্লাহ তা ‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অসহায় ব্যক্তিদের করযে হাসানা বা সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া।

আল্লাহ তা ‘আলা যাকে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করে দেন আবার যাকে ইচ্ছা রিযিক কমিয়ে দেন। এতে কারো হাত নেই।

‘করযে হাসানা’ এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে “ভালো ঋণ” । এর অর্থ হচ্ছেঃ এমন ঋণ যা কেবলমাত্র সৎকর্ম অনুষ্ঠানের প্রেরণায় চালিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাউকে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে আল্লাহ তাকে নিজের জন্য ঋণ বলে গণ্য করেন। এক্ষেত্রে তিনি কেবল আসলটি নয় বরং তার ওপর কয়েকগুণ বেশী দেয়ার ওয়াদা করেন। তবে এজন্য শর্ত আরোপ করে বলেন যে, সেটি ‘করযে হাসানা ’ অর্থাৎ এমন ঋণ হতে হবে যা দেয়ার পেছনে কোন হীন স্বার্থ বুদ্ধি থাকবে না বরং নিছক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ ঋণ দিতে হবে এবং তা এমন কাজে ব্যয় করতে হবে যা আল্লাহ পছন্দ করেন।

কর্জ বা ঋণ দান করলে তার বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, ‘যে ব্যক্তি তার উত্তম সম্পদ থেকে খেজুর সমপরিমাণ সদকা করবে, আল্লাহ্ উত্তম সম্পদ ছাড়া কবুল করেন না, আল্লাহ্ সে সম্পদ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর সদকাকারীর জন্য তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন, যেমনি তোমাদের কেউ তার ঘোড়া শাবককে লালন-পালন করে পাহাড়সম বড় হওয়া পর্যন্ত। [বুখারীঃ ১৪১০]

আল্লাহ্কে ঋণ দেয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ‘কোন একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে দু’ বার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহ্র পথে সে পরিমাণ সম্পদ একবার সদকা করার সমতুল্য'। [ইবনে মাজাহঃ ২৪৩০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ‘তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার (ঋণের) হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে’ । তবে, যদি অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে’ । [বুখারীঃ ২৬০৬]

‘উত্তম ঋণ’ এবং এর প্রতিদান

﴿ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ অতঃপর বিশ্বপ্রভু তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর পথে খরচ করার উৎসাহ দিচ্ছেন। এরূপ উৎসাহ তিনি বিভিন্ন স্থানে দিয়েছেন। হাদীস-ই নযুলেও রয়েছেঃ ‘কে এমন আছে যে, সেই মহান আল্লাহ্কে ঋণ দিবে যিনি না দরিদ্র, আর না অত্যাচারী?’ (সহীহ মুসলিম-১/১৭১/৫২২, সুনান বায়হাক্বী-৩/২, মুসনাদ আবূ আওয়ানাহ-১/১৪৫) এই আয়াতটি (২ ঃ ২৪৫) শুনে আবুদ দাহ্দাহ আনসারী (রাঃ) বলেছিলেনঃ হে মহান আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! ‘মহান আল্লাহ্ কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন?’ তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ’ । আবূদ দাহ্দাহ (রাঃ) তখন বলেনঃ ‘আমাকে আপনার হাতখানি দিন।’ অতঃপর তিনি তার হাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর হতে নিয়ে বলেনঃ

‘আমি আমার ছয়শ’ খেজুর গাছ বিশিষ্ট বাগানটি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত মহান প্রভুকে ঋণ প্রদান করলাম।’ সেখান হতে সরাসরি তিনি বাগানে আগমন করেন এবং স্ত্রীকে ডাক দেনঃ ‘হে উম্মুদ দাহ্দাহ!’ স্ত্রী উত্তরে বলেনঃ ‘আমি উপস্থিত রয়েছি।’ তখন তিনি তাকে বলেনঃ ‘তুমি বেরিয়ে এসো। আমি এই বাগানটি আমার মহা সম্মানিত প্রভুকে ঋণ দিয়েছি।’ (হাদীসটি য ‘ঈফ। তাফসীর ইবনু আবী হাতিম, আল মাজমা ‘উযযাওয়ায়িদ-৩/১১৩) ‘করয-ই হাসান’ এর ভাবার্থ হলো মহান আল্লাহ্র পথে খরচ করা, সন্তানদের জন্য খরচ করা এবং মহান আল্লাহ্র পবিত্রতাও বর্ণনা করা। অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ﴿فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً﴾ মহান আল্লাহ্ তা দ্বিগুণ বা বহুগুণ করে দিবেন।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ١ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾

‘যারা মহান আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্য বীজ, তা হতে উৎপন্ন হলো সাতটি শীষ প্রত্যেক শীষে উৎপন্ন হলো একশত শস্য, এবং মহান আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন। (২ নং সূরাহ বাকারাহ, আয়াত নং ২৬১) এই আয়াতের তাফসীর ইনশা’ আল্লাহ্ অতি সত্ত্বরই আসছে। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) -কে আবূ ‘উসমান আন নাহদী (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন যে, আমি শুনেছি আপনি বলেন যে, এক একটি পুণ্যের বিনিময়ে এক লক্ষ পুণ্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন এতে তুমি বিস্ময়বোধ করছো? আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট শুনেছি একটি পুণ্যের বিনিময়ে দু’ লক্ষ পুণ্য পাওয়া যায়। (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -২/২৯৬/৭৯৩২) কিন্ত এ হাদীসটি গরীব।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন, ‘আহার্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্র পথে খরচ করায় কার্পণ্য করো না। যাকে তিনি বেশি দিয়েছেন তার মধ্যেও যুক্তি সঙ্গত কারণ রয়েছে এবং যাকে দেননি তার মধ্যেও দূরদর্শীতা রয়েছে। তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন তাঁর নিকট প্রত্যাবতীর্ত হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

আল্লাহ তা ‘আলার রাস্তায় ব্যয় করার ফযীলাত।